২৬ মার্চ
মহান স্বাধীনতা
ও জাতীয় দিবস

মুক্তি

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

.... অবিরাম বিদ্যুৎ

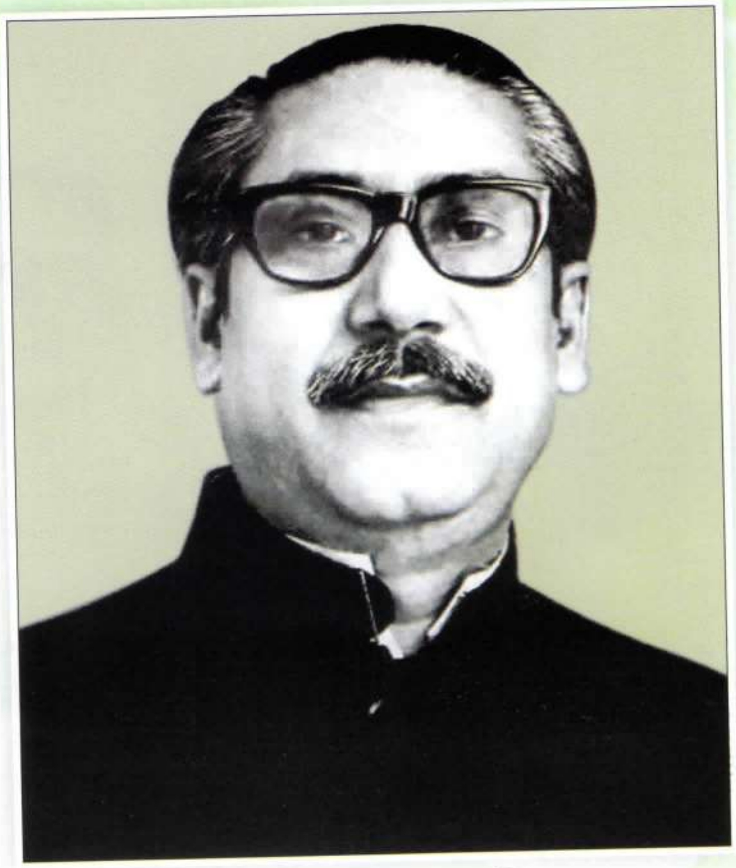

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সিপাহী
হামিদুর রহমান

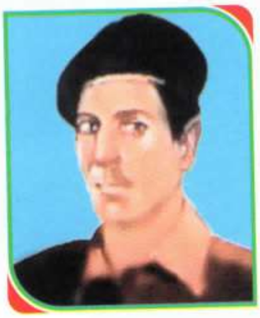

ল্যান্স নায়েক
মুন্সি আব্দুর রউফ

ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

.... অবিরাম বিদ্যুৎ

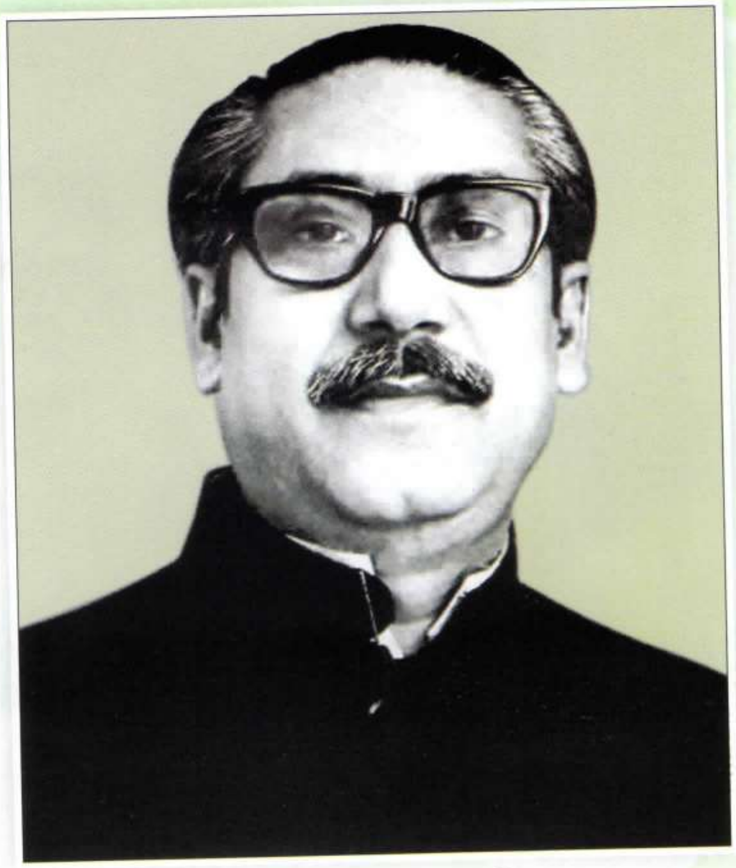

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ বীরশ্রেষ্ঠগণ

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
মতিউর রহমান

ক্যাপ্টেন
মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার
মোহাম্মদ রুহুল আমিন

সিপাহী
হামিদুর রহমান

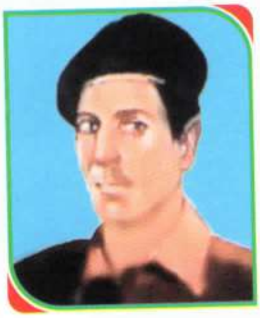

ল্যান্স নায়েক
মুন্সি আব্দুর রউফ

ল্যান্স নায়েক
নূর মোহাম্মদ শেখ

সিপাহী
মোহাম্মদ মোস্তফা কামাল

.... অবিরাম বিদ্যুৎ

বাণী

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর উদ্যোগে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২২ উপলক্ষে প্রতিবারের ন্যায় আমি ওজোপাডিকো'র কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকের এদিনে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির অবিসাংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহীদকে, স্মরণ করছি দুই লক্ষের অধিক সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে, যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন স্বদেশভূমি পেয়েছি। বহু ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে আরও অর্থবহ করতে ও গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে দলমত নির্বিশেষে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আগামী দিনের বাংলাদেশ হোক জাতির পিতার কাঙ্খিত সোনার বাংলা যেখানে সকলের জন্য সম্ভাবনার দুয়ার থাকবে অবারিত।

প্রকৌশলী মোঃ আজহারুল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ওজোপাডিকো, খুলনা।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মোঃ সাইফুজ্জামান*

মাহবুব সাহেব ইদানিং বেশ জোরেসোরে সরকারের নির্বাচনী এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য তৎপর। কথায় কথায় মুজিব আদর্শ, দেশনেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ বেশ ঘন ঘন চয়ন করেন। বিষয়টিতে জামাল সাহেবের বেশ খটকা লাগলো। একই বসের অধীনে দু'জন চাকুরী করেন, জানাশোনাও দীর্ঘদিনের। ২০০৮ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মাহবুব সাহেব এসব বিষয়ে এতটা তৎপর তো ছিলেনই না বরং লক্ষ্য করা গেছে সে সময়কার সরকারের নানা বিষয়ে সমর্থন করেছেন এবং এক-এগারোর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান কে হবেন এ নিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলের কড়া সমালোচনা করতেন ।

দিন পাল্টায়, সাথে মানুষও তার অবস্থান পরিবর্তন করে। সব মানুষ করে না, সুবিধাবাদীরা করে।

যে দপ্তরে মাহবুব সাহেব আর জামাল সাহেব চাকুরী করেন সেখানে দাপ্তরিক নানা সুযোগ-সুবিধা থাকে। বসকে নানাভাবে প্রভাবিত করে এসকল সুবিধা নেন মাহবুব সাহেব। বেচারা জামাল সাহেব দাপ্তরিক কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকেন। এসব বিষয় নিয়ে তার চিন্তা করার সুযোগ কম। একই অফিসের পিয়ন মালেক দীর্ঘদিন যাবৎ বিষয়টি লক্ষ্য করেন এবং অনুসন্ধান করেন আসলে বিষয়টি কী? গোপনে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, বড় সাহেবকে নানা সুযোগ-সুবিধা, বাজার-ঘাট, বাসায় ফল, মিষ্টি, মাছ-মাংস পাঠানো–এসব কাজে মাহবুব সাহেব অনেক তৎপর। সীমিত আয়ের চাকুরী করে জামাল সাহেব এসব কাজে অভ্যস্ত নন।

মালেক আরও বেশ কিছুদিন যাবৎ অনুসন্ধান করে দেখেন মাহবুব সাহেবের বাবা শরীফ উদ্দীন '৭১ সালে এলাকার শান্তি কমিটির প্রধান ছিলেন আর জামাল সাহেবের পরিবারের ৭ জন শহীদ হন পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে।

বড় সাহেবের আবার সরকারের উচ্চপর্যায়ে বেশ যোগাযোগ, তিনি কাজের বিষয়ের চেয়েও তৈলতোষণকে প্রশ্রয় দেন বেশি।

একদিন অফিস শেষে বড় সাহেব জামাল সাহেবকে বললেন, "কী, সামনে পদন্নোতির সময় আসছে তো, উপরে যোগাযোগ করেন।"

জামাল সাহেব বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেন না। অপরদিকে মাহবুব সাহেব কীভাবে যেন তার বাবার নামে 'মুক্তিযোদ্ধা সনদ' যোগাড় করে মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হিসাবে পদন্নোতির সুযোগটা নিয়ে নিলেন।

অফিসে কাজ না করেও তেলেসমাতি করে পদোন্নতি বাগিয়ে শান্তি কমিটির প্রধানের সন্তান মাহবুব সাহেব এখন জামাল সাহেবের বস।

এটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা!

*তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ওজোপাডিকো, খুলনা।
আইইবি ফেলোশীপ নং- এফ/৭৩৪০
ও
সভাপতি, বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদ
ওজোপাডিকো ইউনিট, খুলনা।

বিপ্লবের মিছিল

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান*

আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
কথা বলি অন্তর জ্বালায়, মশালে মশালে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
ফেস্টুন-পোস্টার গাঁথি, দেয়ালে দেয়ালে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
ডাক দিয়ে যাই বজ্রকণ্ঠে, আকাশে-পাতালে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
তোমাকে খুঁজি প্রেমের টানে, বাতাসে জলে-স্থলে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
লালফিতা মাথায় বেঁধে, শ্লোগানে দলে-দলে।
আমি এখনও দাঁড়িয়ে আছি, বিপ্লবের মিছিলে
অধিকারের সব দফা নিয়ে, বাংলায়-বাংলায় কথা বলে।

*প্রকল্প পরিচালক
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আপগ্রেডেশন প্রকল্প
ওজোপাডিকো, খুলনা।

স্বাধীন বাংলা

কামরুজ্জামান*

শহীদের রক্ত মিশে আছে মাগো
তোমার শরীর জুড়ে,
তাইতো তোমায় ছেড়ে যেতে পারিনা
কখনও অনেক দূরে।
মানচিত্র থেকে মুছতে চেয়েছিল
আমার বাংলাদেশ,
শক্ত হাতে প্রতিহত করেছি
করেছি ওদের শেষ।
মায়ের ভাষা বাংলা ভাষা
রাষ্ট্রভাষাও তাই,
পরিবর্তন হয়ে উর্দু হবে
মানবো কেন ভাই?
যুদ্ধ হয়েছে স্বাধীনতার তরে
মুক্ত হয়েছে দেশ,
হানাদারেরা পালিয়ে গেছে
যুদ্ধ হয়নি শেষ।
অনেক রক্ত দিয়েছি আমরা
দেশ স্বাধীনের তরে,
আত্মনিয়োগ করবো এবার
দেশের উন্নয়নে।
গড়বো আমরা সোনার বাংলা
নতুন বাংলাদেশ,
সোনালী ফসলের স্বপ্নপুরী
এই সে বাংলাদেশ।

*সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব)
আঞ্চলিক হিসাব দপ্তর
ওজোপাডিকো, ফরিদপুর।

ওরা কারা

বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ মোস্তাক হোসেন

ওরা কারা?
ওরা রক্তপিপাসু হায়েনার দল
ওরা ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং ধানমণ্ডির বাড়িতে
ওরা মেরেছিল ছোবল।

ওরা কারা?
ওরা বিভৎস হিংস্র জানোয়ার
ওরা দয়াহীন মায়াহীন হৃদয়হীন
ওরা মাফিয়ার বংশধর পাষণ্ড সীমার।

ওরা কারা?
ওরা নির্দয় নিষ্ঠুর নির্মম
ওরা মুনাফিক নিমকহারাম
ওরা জাতীয় বেঈমান
ওরা ভাগাড়ের মরা পচা খাওয়া শকুন।

ওরা কারা?
ওরা অবিবেচক বিবেকহীন কাণ্ডজ্ঞানহীন
ওরা দানব মানবরূপী রাক্ষস
ওরা মানুষখেকো বৃক্ষ।

ওরা কারা?
ওরা কাপুরুষ অমাবস্যা রাতের চোর
ওরা মনিবের নুন খেয়ে চুরি করা
ওরা নুন চোর।

ওরা কারা?
ওরা বাংলার দুশমন জাতির শত্রু
ওরা জাতির কলঙ্ক
ওরা ঘৃণিত লাঞ্ছিত সমাজচ্যুত
ওরা নিকৃষ্টতর নরখাদক
ওরা নরপিশাচ কুকুরের চেয়েও অধম।

ওরা কারা?
ওরা মুখোশধারী শয়তান
ওরা বাংলার মীরজাফর
ওরা বিশ্বাসঘাতক বেঈমান
ওরা মুখপোড়া হনুমান।

ওরা কারা?
ওরা পাকবর্বর পাকজান্তা
ওরা কসাই ঘাতক জল্লাদ হত্যাকারী
ওরা বিষধর সর্প কাল নাগ-নাগিনী
ওরা পাক বাহিনীর প্রাণের দোসর।

ওরা কারা?
ওরা খন্দকার মোশতাক মেজর ডালিমের সহযোগী
ওরা বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনি
ওরা বঙ্গবন্ধুর পরিবারকে সমূলে ধ্বংস করার
পরিকল্পনাকারী।

মোঃ ফখরুল আলম-এর পিতা
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, বরিশাল।

জাতির পিতা

মোঃ জহিরুল ইসলাম*

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু
গড়েছে বাংলাদেশ
সংগ্রামী জীবনটা
কেটেছে তাঁর বেশ।
পাক-বাহিনীর হুঁশিয়ারী
শুনেননি কোনদিন
'৫২ থেকে '৭১
প্রতিবাদ প্রতিদিন ।
৭ই মার্চ রেসকোর্সের
অগ্রিম ঘোষণা
শক্তি, সাহস, মনোবল
মুক্তির চেতনা ।
দেশে নয় বিশ্বেও
জুলিও-কুরি সম্মান
মুজিব মানে বাংলাদেশ
এই হোক মোদের শ্লোগান ।

*উচ্চমান সহকারী
সাতক্ষীরা বিদ্যুৎ সরবরাহ
ওজোপাডিকো, সাতক্ষীরা।

স্বাধীনতার গান

প্রকৌঃ মোঃ আরিফুর রহমান*

এসেছে উড়ো চিঠি
ডাকে নয়, রানার নয়
নয় অনিমার কণ্ঠস্বরে
দুঃখ নয়, স্মৃতি নয়
নয় বেদনার করুণ সুরে
লিখেছে মুক্তি, লিখেছে পরাণ ভরে।

নিখুঁত লেখা তার, এঁকেছে চিত্র
এঁকেছে রক্ত, এঁকেছে বিপ্লব
চেয়েছে মোক্ষ শতশত
এসেছে উড়ো চিঠি মানচিত্রের বেশে
দিয়েছে স্বপ্ন, দিয়েছে সুখ
দিয়েছো মৃদু হাসি হেসে।

সবুজ বনে একা বসে নির্জনে
নীল খামের চিঠি পড়ি সংগোপনে
ভাবি যত সম্ভাবনা মনে মনে।
পাখি হয়ে যুগ ডানায় উড়ে
নয় বেদনার করুণ সুরে
লিখেছে মুক্তি, লিখেছে পরাণ ভরে।

*প্রকল্প পরিচালক
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ আপগ্রেডেশন প্রকল্প
ওজোপাডিকো, খুলনা।

মুক্তিযুদ্ধের বাণী

মোঃ আনোয়ার হোসেন*

২৬শে মার্চের সেই নিঝুম কালো রাতে
চলছে লুট জ্বলছে আগুন ফুটছে গুলি বোমা,
আঘাত পেয়ে চিৎকারে কেঁদেছে শত বোন শত মা।
হিংস্র হায়েনা সেনা দল পাকিস্তানী ওরা,
মহল্লা পাড়াতে রাজপথে বাঙালির লাশ দিয়ে
ওরা গড়েছিল শাণিতধারা।
অবশেষে বঙ্গবন্ধুর দেওয়া জ্বালাময়ী সেই ডাকে,
সাড়া দিয়ে যুদ্ধে নেমেছিল বাংলার জনতা
যা কিছু ছিল তাই হাতে নিয়ে হাটে মাঠে পথে ঘাটে।
কত মায়ের বুকের মানিক অজ্ঞাত হয়ে
গলে পঁচে গিয়ে মাটিতে গেছে মিসে,
খোলা প্রান্তে পড়ে থাকা শত শত লাশ
খেয়েছে শিয়াল শকুন এসে।
হাজার হাজার মানুষ হয়েছিল আশ্রয়হীন
শেষ গৃহটায় জ্বলে অগ্নিশিখা,
কত যোদ্ধা পরিবারের খোঁজ নিতে পারিনি
তাদের সঙ্গে হয় নি কভু দেখা।
তবু থেমে নেই, চলছে রণ লড়ছে বাঙালি
এমনি করে অত্যাচারীদের সাথে,
নয় মাস ধরে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ বাঙালির রক্তদানে
২ (দুই) কিংবা ৪ (চার) লক্ষ মা বোনের দেহ বিসর্জনে
বিজয় এসেছে বাংলার মানুষের হাতে।
পাকিস্তান হলো পরাজিত, তাদের আত্মসমর্পণে,
স্বাধীন বাংলার বিজয় নিশান উড়লো গগণে।

*মিটার পাঠক (পিচরেট)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-২
ওজোপাডিকোলি, কুষ্টিয়া।

মুজিব তুমি

সুরাইয়া ইসলাম সারা

মুজিব তুমি চেতনার নাম
মুজিব উদ্দীপনার
মুজিব একটি শক্তি সাহস
বাংলার জনতা।
অগ্নিঝরা ভাষণ পেলাম
দেশের মাটির তরে
টুঙ্গীপাড়ার সেই ছেলেকে
নিলাম আপন করে।
মুজিব দিল স্বাধীন বাংলা
পেলাম স্বাধীন ভূমি,
মনের মাঝে তোমার ছবি
আলো ছড়াও তুমি।
তোমার ভাষণ কোটি লোকের
দেখিয়ে নীতির প্রথা
সেই ভাষণে বীর বাঙালি
এনেছে স্বাধীনতা।
নিজের জীবন বাজি রেখে
বিজয় পাবার লক্ষ্যে
তোমায় পেয়ে বাংলার মানুষ
সাহস রেখেছে বক্ষে।

মোঃ লোকমান হোসেন-এর নাতি
লাইনম্যান (সাহায্যকারী)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকো, বরিশাল।

স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি

লিটন মুন্সী*

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তার একটি বর্তমান ভারত ও অপরটি পাকিস্তান। আবার পাকিস্তান দুটি ভূখন্ডে বিভক্ত ছিল, একটি পূর্ব পাকিস্তান অপরটি পশ্চিম পাকিস্তান। এরকম হবার কারণ খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে, ১৯ শতকের শুরুতে হিন্দু ধর্মের একটা পুনর্জাগরণ সৃষ্টি হলে ভারত উপমহাদেশে বসবাসরত মুসলিম সম্প্রদায় এর মধ্যে এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের জন্ম হয়। ভারতীয় মুসলিম লীগের তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে পৃথক জাতিসত্ত্বা হিসাবে ঘোষণা করেন। শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুভূতিকে প্রাধান্য দিয়ে দ্বিজাতিতত্ত্ব ঘোষণা করেন।

এই হিন্দু-মুসলমান দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই ভারত ও পাকিস্তানের জন্ম। বর্তমান পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান হওয়ায় শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণে ১,০০০ মাইল বা ১,৬০০ কিঃ মিঃ দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও একটি শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হত। দেশ বিভাগের পূর্বেই এই বাংলা অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান পাকিস্তান থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষের উপরে কঠোরভাবে শাসন, শোষণ ও নির্যাতন শুরু করে। এর ফলে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান দ্রুত সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর হতেই দুই পাকিস্তানের বৈষম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে, পরবর্তী ২৪ বছরে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান হতে মুক্ত হয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশের জন্ম হয়।

আজ যারা স্বাধীন বাংলাদেশে বাস করছি তারা অনেকেই হয়তো জানিনা যে কত আন্দোলন, সংগ্রাম আর রক্তের বিনিময়ে আমরা এই সোনার বাংলা পেয়েছি। ১৯৪৭ সালের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিল পাশ হয়। সে মোতাবেক ১৪ই আগস্ট ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতা বিল পাশের মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ব্রিটিশদের শাসনের অবসান হয়।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর হতে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ সকল বিষয়ে স্বাতন্ত্র দাবী করে আসছিল। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কুচক্রী শাসকবর্গ বিভিন্নভাবে তা দমিয়ে রাখছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালি জাতির সেই স্বাতন্ত্রবাদের বিজয় হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামীলীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি উভয়ই ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনের ফলে উভয় দলই এককভাবে কোনো অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা হারায়। এই সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের এককভাবে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করার বৈধতা হারায়। বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবী স্বায়ত্ত্বশাসন তা পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যাত হয়। অবশেষে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির রায় ৬ দফা দাবী ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের বৈধতা লাভ করে। এই নির্বাচনে বিজয় লাভ করায় বাঙালি জাতির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন আরো বেশী করে দৃঢ়তা পায়। এই নির্বাচন ঘিরে মুক্তিকামী বাঙালি জাতির চেতনা আরো সুদৃঢ় হয় যা আজকের এই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটাতে সাহায্য করে। ১৯৭০ সালের এই নির্বাচনে বাঙালি জাতি স্বতঃস্ফুর্তভাবে আওয়ামীলীগকে ভোট দেয়। আর এই নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টির পরাজয় ঘটলে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গের দীর্ঘদিনের রাজত্বে যেন অশনি সংকেত হিসাবে দেখা দেয়। তাদের কর্তৃত্ব অনেকটাই খর্ব হয়, যা তাদের কাছে ছিল চরম অবমাননাকর। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে পরাজয়ের পরও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবর্গ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে টাল-বাহানা শুরু করে। তাই তারা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত ঘোষণা করে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সবদিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বঞ্চিত ছিল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিকামী বাঙালি জাতির দীর্ঘ ২৪ বছরের প্রাণের দাবী বাংলাদেশের স্বাধীনতা তা আদায়ে সংগ্রামের জন্য আপামর জনগণকে আহবান করেন। মুক্তিকামী বাঙালি জাতি সেই ডাকে সাড়া দিয়ে জীবনপণ করে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ৩০ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কাঙ্খিত সেই বিজয় আমরা ছিনিয়ে আনি। সবশেষে একটি কথায় বলা যায়, অনেক ত্যাগ, অনেক প্রাণ, অনেক রক্ত, অনেক নারীর ইজ্জত-সম্ভ্রমের বিনিময়ে এই স্বাধীনতা আমরা লাভ করেছি। আমাদের জীবন দিয়ে হলেও এর সম্মান আমাদের ধরে রাখতে হবে।

*উচ্চমান হিসাব সহকারী
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ-১
ওজোপাডিকোলি:, খুলনা।

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

২৬ শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিদ্যুৎ বিভাগের স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ অর্জন

মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ২৬ শে মার্চ সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ওজোপাডিকো সদর দপ্তরে পতাকা উত্তোলন করছেন ওজোপাডিকো'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মুক্তির উৎসব ও সুবর্ণ জয়ন্তী মেলা-২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বাধীনতা পুরস্কার

সম্মাননাপত্র

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিদ্যুৎ বিভাগকে শতভাগ বিদ্যুতায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন সফলভাবে সম্পন্ন করায় ২০২২ সালের স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত করছে।

প্রধানমন্ত্রী

১০ চৈত্র ১৪২৮
২৪ মার্চ ২০২২

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ এর সম্মাননাপত্র

২১ শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে শোক র‌্যালি শুরুর পূর্বে বিবিবি-১, খুলনা প্রাঙ্গণে

১৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের উদ্দেশ্যে যাত্রা (ফরিদপুর সার্কেল)

১৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ (কুষ্টিয়া সার্কেল)

১৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ (পটুয়াখালী সার্কেল)

১৭ ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ (বরিশাল সার্কেল)

২৪ ঘন্টা গ্রাহক সেবায় ওজোপাডিকো'র কল সেন্টার

সম্মানিত গ্রাহকবৃন্দ বিদ্যুতের যেকোন অভিযোগ ও তথ্য অনুসন্ধানের জন্য কল করুন

১৬১১৭

"অবিরাম বিদ্যুৎ সেবায় নিয়োজিত"

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ওজোপাডিকো)

করোনা সচেতনতায় যা করণীয়ঃ

হাত ধোয়া

সাবান, গরম পানি বা স্যানিটাইজার দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুতে হবে।

চোখ-মুখ ছোঁয়া যাবে না

হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ বা নাকে হাত দেওয়া যাবে না।

হাঁচি-কাশিতে সতর্কতা

হাঁচি বা কাশির সময় টিস্যু ব্যবহার করতে হবে। টিস্যু না থাকলে বাহুর ওপরের অংশ দিয়ে নাক-মুখ আড়াল করতে হবে।

সংস্পর্শ এড়ানো

অসুস্থ ব্যক্তির খুব কাছে না যাওয়া এবং একান্ত প্রয়োজন ছাড়া জনসমাগমস্থল এড়িয়ে চলতে হবে।

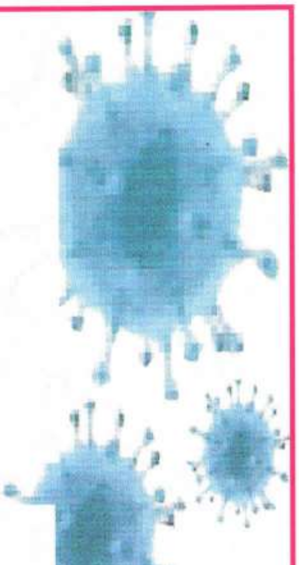

ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো), বিদ্যুৎ ভবন, বয়রা মেইন রোড, খুলনা-৯০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৪, +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৫, +৮৮০-২৪৪-১১১৫৭৬, ফ্যাক্স: +৮৮০-৪১-৭৩১৭৮৬
ই-মেইল: md@wzpdcl.org.bd, wzpdcl.md@gmail.com | web: www.wzpdcl.org.bd